হ্যাকারদের মেধাকে ভালো কাজে ব্যবহার করা যায়

কম্পিউটার প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের আশির্বাদে যখন মানুষের কাজকর্ম দ্রুতগতি সম্পন্ন হতে শুরু করল তখন থেকেই এক ধরনের আন্তর্জাতিক চক্র হ্যাকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন অপতৎপরতায় সক্রিয় হয়ে উঠল। হ্যাকিং এক ধরনের প্রযুক্তিগত অপকৌশল। হ্যাকিং করাটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রোগ্রামিং সম্পর্কে ভাল ধারনা থাকতে হয় এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হয়। হ্যাকিং একটা নেতিবাচক এবং বিপজ্জনক প্রক্রিয়া। এর ফলে খুব সহজেই ভাইরাস বা স্পার্ম ছড়িয়ে দেওয়া যায়। পর্ণোগ্রাফির বিস্তার ঘটানো যায়। যে কোন কম্পিউটারে অনাহূত প্রবেশ করে তার সমস্ত তথ্য উপাত্ত, ডাটাসমূহ নিজের দখলে নিয়ে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা যায়। অন্যের পাসওর্ড ডিটেক্ট করে তার ইমেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং সেই ইমেল আইডি বা আইপি ব্যবহার করে অন্যকে হয়রানি, হুমকি বা যেকোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দায়-দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপি অনলাইনে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা চলছে, হ্যাকিং করে যেকোন একাউন্ট খালি করে দেওয়া যায় এবং ব্যাঙ্ক ডাকাতির মত ঘটনাও ঘটানো যায়। তথ্য ও কৌশল পদ্ধতি সংগ্রহ করে নকল টাকা, নকল সনদপত্র, এমনকি নকল হীরাও তৈরী করা যায়। মোট কথা হ্যাকাররা যেকোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে একদম সর্বশান্ত করে দিতে পারে। সেই জন্যই হ্যাকাররা আন্ডারওয়ার্ল্ডের কাছে বিক্রী হয়ে থাকে অনেক দামে। মাফিয়াচক্র, চোরাকাররারি, ডন, দস্যু তারাই হ্যাকারদের ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে। তাই কোন মেধাবী ছাত্র যদি তার দক্ষতা দেখানোর জন্য না বুঝে খেলার ছলেও যদি হ্যাকিং করে বসে তাহলে সে কোন চক্রের সাথে জড়িত আছে বলে প্রথমে সন্দেহ করা হয় (যদি ধরা পড়ে)। পরে হয়ত তদন্ত সাপেক্ষে আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধান যা হবার তাই হবে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, হ্যাকিং করাটা কত বড় অন্যায় এবং অপরাধ, যাকে বলা হয় তথ্য অপরাধ বা সাইবার ক্রাইম।

পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেই হ্যাকিং নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা রয়েছে যা আমাদের দেশে নেই। সেই নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাকে ঘায়েল করে ঘটানো ঘটনার সংবাদই আমরা প্রায় শুনে থাকি। আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ যেকোন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করে শুধু আশির্বাদ বিবেচনা করে, অভিশাপ বা প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে নয়। এমন সংবাদই আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে পেয়ে থাকি যখন ঐ প্রযুক্তির প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। যদি ইতিবাচকের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রক্রিয়াও বিবেচনা করা হত তাহলে যথাসময়ে যথাযথভাবে প্রত্যেকটি প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা বা কন্ট্রোলরুমও রাখা হত। অর্থাৎ সর্প দংশন করার পরই কর্তৃপক্ষ (বিলুপ্ত প্রায়) বেদে খুঁজতে বের হয়।

সম্প্রতি একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেধাবী ছাত্র শাহী মির্জা ও তার তিন বন্ধু র‍্যাবের ওয়েবসাইড হ্যাকিং করার অপরাধে গ্রেফতার হয়েছে বলে বিভিন্ন মিডিয়াতে এসেছে। শাহী মির্জা বলেছে সে আরো ২২টি ওয়েবসাইড হ্যাকিং করেছে। এতে অনুমেয় যে, পূর্বের একুশটি হ্যাকিং হওয়ার পরেও কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, বিধায় সে হয়ত বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে এবং নিজের কারিগরি দক্ষতা দেখাতে গিয়ে বাইশ নম্বর হ্যাকিং করেছে। যা করতে গিয়ে সে ভালমতই বুঝতে পেরেছে যে, সে কত বিষধর সাপের লেজে পা দিয়েছে। এখন সেই বিষের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবে কি পাবে না, কিংবা তার সেই কারিগরি দক্ষতা কি আদৌ শুভকাজে ব্যবহার হবে কিনা, অথবা তার মেধা ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা- সেই সমাধান হয়ত আইন তার নিজস্ব ধারায় সিদ্ধান্ত দেবে। কিন্তু প্রশ্ন হল- আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ কেন নিরাপত্তা বিষয়ে আগে থেকে বন্দোবস্ত করে না। শাহী'দের মত ছেলেরা যারা হ্যাকিং করতে জানে তারা অবশ্যই হ্যাকিং রোধ করার পন্থাও জানে বা জেনে থাকবে। তাদের মত মেধাবী ও কারিগরি দক্ষতায় দক্ষ কৌশলীদের নিয়োগদানের মাধ্যমেও এই ধরনের হ্যাকিং কিংবা পর্ণোগ্রাফির মত অপকৌশল কন্ট্রোলরুম থেকে ব্লক করে দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বিদেশ থেকে কৌশল আমদানি না করে নিজস্ব কৌশলীরা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নুতন কৌশল আবিস্কার করে নেবে এবং তাদের সেই সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করি। তাছাড়া হ্যাকিংয়ের মত অপরাধে না জড়িয়ে নতুন নতুন প্রোগ্রাম বা সফ্টওয়ার তৈরীর কাজে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। পাশাপাশি হ্যাকিং সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীসহ সবাইকে অবগত করতে হবে। হ্যাকিং করাটা ভারী অন্যায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর ৫৪ ও ৫৫ ধারায় সর্বোচ্চ সাজা ১০বছর ও ১ কোটি টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দন্ড হতে পারে- প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরুপ প্রচার

চালানো উচিত বলে মনে করি। যেহেতু কম্পিউটার এখন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে, সেহেতু ব্যবহারের পাশাপাশি নিয়মনীতিও জানার প্রয়োজন আছে।

এছাড়া হ্যাকিংয়ের সাথে জড়িত মেধাবী ছাত্রদেরও উচিত নিজেকে দেশের স্বার্থে বিবেচনা করা। কম শিক্ষিত একটি যুবক যদি দেশের বিদ্যুৎ সংকটের কথা বিবেচনা করে জ্বালানীবিহীন বিদ্যুৎ আবিস্কার (ইত্তেফাক- ১২.০৯.০৮) করে সগৌরবে পত্রিকার প্রথম পাতার শিরোনামে আসতে পারে, তাকে নিয়ে যদি আশার সঞ্চার হতে পারে, তাহলে কম্পিউটার বিজ্ঞান পড়ুয়া একজন মেধাবী শিক্ষিত যুবক হ্যাকিংয়ের মত অপরাধে জড়িয়ে দুর্নাম আকারে পত্রিকার শিরোনামে স্থান পাবে এটা অবশ্যই পীড়াদায়ক। তারা চাইলে এ জাতিকে আরো ভাল কিছু দিতে পারে। মূলতঃ আমরা কম্পিউটার কৌশলীদেরকে হ্যাকার হিসাবে দেখতে চাই না, আমরা ইন্ভেন্টর হিসাবে পেতে চাই। যারা হবে আমাদের গৌবর, যাদের থাকবে উন্নত-মম-শির।

আইয়ুব আহমেদ দুলাল
সৌদি আবর।
E-mail:- ayubahmedd@gmail.com